যুগান্তর
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মুক্তি পেয়েছেন

গান্তর রিপোর্ট

অবশেষে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু। দীর্ঘ ৬ মাস ২৫ দিন পর তারা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। গতকাল সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় জেলগেটে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী তাদের অভ্যর্থনা জানান। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ধানমন্ডির সুধা সদনে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে ফেরার পথে পুলিশ ৮ ছাত্রলীগ নেতাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। এ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে ৫টি হত্যা মামলায়

মুক্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

মুক্তি : ছাত্রলীগ সভাপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়। একটি মামলায় জামিন পেলে অপর একটি মামলার আসামি করায় দীর্ঘদিনেও তারা মুক্তি পাননি। কারাবন্দি অবস্থায় ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটে লিয়াকত শিকদার সংগঠনের সভাপতি ও নজরুল ইসলাম বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ তাদের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। গত বুধবার লিয়াকত, বাবু ও রফিকুল ইসলাম সর্বশেষ হত্যা মামলায় জামিন লাভ করেন। লিয়াকত শিকদার ও বাবু গতকাল মুক্তি পেলেও রফিকুল ইসলাম কোতয়াল ছাড়া পাননি। আজ গাজীপুর কারাগার থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পেতে পারেন।

কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সন্ধ্যা ৭টায় মুক্তি পাওয়ার পর ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এরপর তাদের রায়েরবাজার সিকদার মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

কেন্দ্রীয় জেলগেটে ছাত্রলীগ নেতাদের অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন সংসদে বিরোধীদলীয় চিপ হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশীদ হাওলাদার, ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর, সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার, খলিলুর রহমান, খান মাইনুল হোসেন মোস্তাক, পনিরুজ্জামান তরুণসহ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় মহানগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা।

আজ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতাদের দেখতে হাসপাতালে যাবেন। লিয়াকত শিকদার যুগান্তরকে বলেন, আদালতের কাছে ন্যায়বিচার পেয়েছি। সরকার মিথ্যা মামলায় আটক দেখিয়ে তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জানান, সেখানে তাদের সঙ্গে নানাভাবে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকার আদালত অবমাননা করে তাদের দীর্ঘদিন